1 ■ 2002

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৮

দৈনিক ইত্তেফাক

হামিদা আলীকে ভিকারুননিসায় বহাল রাখার দাবীতে রিভিউ পিটিশন

ইত্তেফাক রিপোর্ট : মিসেস হামিদা আলীকে ভিকারুননিসা নূন স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষ পদে বহাল রাখার দাবীতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে একটি রিভিউ পিটিশন দাখিল করা হয়েছে। বিশিষ্ট আইনজীবী ডঃ কামাল হোসেনের লিখিত পরামর্শক্রমে ভিকারুননিসা নূনের অভিভাবক ফোরামের আহবায়ক ফরহাদ আহমেদ কাঞ্চন গতকাল বুধবার শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা সচিব ও ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যানের বরাবরে এই রিভিউ পিটিশন

(১৫শ পৃষ্ঠার ৭-এর কঃ দ্রঃ)

হামিদা আলীকে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

দাখিল করেন। রিভিউ পিটিশনে ৬৫ বছর পর একজন শিক্ষক অথবা শিক্ষিকাকে আরো ২ বছর স্বপদে বহাল রাখার আইনগত ভিত্তি তুলে ধরে বলা হয়, ইতিপূর্বে ১৯৯৭ সালে আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের প্রিন্সিপাল ফয়জুর রহমান এই আইনের ভিত্তিতেই হাইকোর্ট ডিভিশনের রায় অনুযায়ী ৬৫ বছরের পরও চাকরির বয়স বৃদ্ধির সুযোগ পেয়েছিলেন। এই বিবেচনায় হামিদা আলীকে ভিকারুননিসার অধ্যক্ষা পদে আরো ২ বছর বহাল রাখার জন্য শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ওসমান ফারুক, শিক্ষা সচিব এম শহিদুল আলম ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের আন্তরিক হস্তক্ষেপ কামনা করা হয়। রিভিউ পিটিশনে ৩০শে এপ্রিল ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজের পরিচালনা কমিটির সভায় হামিদা আলীর ব্যাপারে গৃহীত সিদ্ধান্তের কপিও সংযোজন করা হয়েছে। পরিচালনা কমিটির সভায় হামিদা আলীর ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল তা নিম্নরূপঃ মিসেস হামিদা আলী শুধু একজন অধ্যক্ষই নন, তিনি এই সুদীর্ঘ কর্মজীবনে তাঁর সততা দক্ষতা এবং নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজেকে একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। ভিকারুননিসা নূন স্কুল ও কলেজ বর্তমানে যেভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরো যে সকল কর্মসূচী ইতিমধ্যেই কমিটি গ্রহণ করেছে তাতে এই মুহূর্তে মিসেস হামিদা আলীর নেতৃত্বের কোন বিকল্প নেই। ভিকারুননিসা নূন স্কুল ও কলেজের কতিপয় অভিভাবকের সাথে আলোচনা করে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, যতদিন তিনি সুস্থ ও কর্মক্ষম থাকবেন ততদিন তারা তাকে এখানে নিয়োজিত দেখতে চান। সকল দিক বিবেচনা করে কমিটি সর্বসম্মতভাবে মিসেস হামিদা আলীর চাকরিকাল আপাততঃ দু'বছর বর্ধিত করার অনুমোদন করে এবং বিষয়টি যথাযথ কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করতে অধ্যক্ষাকে দায়িত্ব দেয়া হয়।

অভিভাবক ফোরামের আহবায়ক বলেন, একজন দক্ষ শিক্ষক শিক্ষিকাকে ৬৫ বছরের পরও চাকরিতে বহাল রাখার আইনগত ভিত্তি আছে একথা জানিয়ে আমরা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে রিভিউ পিটিশন দাখিল করেছি। প্রয়োজনে আমরা কোর্টে যাব। এ ব্যাপারে ডঃ কামাল হোসেন আমাদের সহায়তা করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

এদিকে গতকালও ভিকারুননিসায় উদ্বেগাকুল ছাত্রী ও অভিভাবকদের ভিড় ছিল। সকালে বিদায়ী অধ্যক্ষা হামিদা আলী স্কুলে সহকর্মীদের কাছ থেকে পুনর্বার বিদায় নিতে গেলে আবেগপ্রবণ দৃশ্যের সূচনা হয়। শিক্ষিকারা তাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলেন। এই সময় হামিদা আলীর চোখেও ছিল অশ্রুর বন্যা।